37

15 MAR 1992

তারিখ 17 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

দুই ছাত্র গ্রেপ্তার ঃ ঘটনা তদন্তে কমিটি

ভার্সিটি ক্যাম্পাসে আবার গুলি ঃ ভাংচুর লাঠি চার্জ ঃ হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবার গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। ছাত্র নেতা মঈন হোসেন রাজু হত্যার প্রতিবাদে শনিবার একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হলে প্রথমে নিপা ভবন এলাকা ও পরে কলাভবনের ভেতর থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়। গোলাগুলি ও পুলিশের টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপে সৃষ্টি হয় এক ভীতিকর অবস্থার। কলাভবনে আতংকিত ছাত্র-ছাত্রীদের ছোটাছুটিতে কয়েকজন আহত হন। পল্টন মোড়ে যানবাহন ভাংচুর এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে।

শনিবার ভোর রাতে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ছাত্রবাসে তল্লাশী চালিয়ে অস্ত্র ও কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুইজন ছাত্রকে।

এদিকে নিহত রাজুর লাশ শনিবার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্তানের পাশে দাফন করা হয়। এর আগে শ্যামলী এসএসএস শিশু পল্লী মসজিদে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, শুক্রবার সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় সন্ত্রাস বিরোধী মিছিলে অংশ নেয়ার সময় মৃত্তিকা বিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজু গুলিতে নিহত হন।

শুক্রবারের গোলাগুলির ঘটনায় একজন অধ্যাপকের ছেলেও আহত হয়েছে এদিকে ঘটনা তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় একটি সিন্ডিকেটের এক সভায় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি যে অবস্থায় পৌঁচেছে তা চলতে থাকলে আরো অনেক দুঃখবহ ঘটনা ঘটতে পারে। অমূল্য প্রাণহানি হতে পারে। সমস্যার স্থায়ী সমাধান বের করার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি যৌথভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন রাজু হত্যাকান্ডে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানিয়েছেন। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য তিনদিনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার তিন ঘন্টা কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শনিবারের ঘটনা

নিহত রাজুর স্মরণে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য শনিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে গায়েবানা জানাজার আয়োজন করে। জানাজায় অংশ নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ওয়াকিল আহেমদ এবং বেশ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত হন। জানাজা শুরুর আগে ছাত্র ঐক্যের কয়েকজন বিক্ষুব্ধ কর্মী ডিসির উপস্থিতিতে

(৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি ক্যাম্পাসে

(প্রথম পৃঃ পর)

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাঁরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ করে তাঁর পদত্যাগ দাবী করেন। এ সময় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কয়েকজন ছাত্র নেতার হস্তক্ষেপে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা পরে শান্ত হন।

গায়েবানা জানাজার পর শোক মিছিল নাকি বিক্ষোভ মিছিল বের হবে এ নিয়ে ছাত্র ঐক্যের কর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে একটি অংশ বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে লেকচার থিয়েটারের কাছে পৌঁছালে নীপা ভবন এলাকা থেকে মিছিল লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। মিছিলকারী ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে কেউ কলাভবনের ভেতরে, কেউ মধুর ক্যান্টিনে আশ্রয় নেন। এ সময় কলাভবনের ভেতর থেকেও কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। পুলিশ এ পর্যায়ে কলাভবনের সামনে কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এসব ঘটনায় কলাভবনে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। ছোটাছুটিতে আতংকিত কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আহত হন। টিয়ার গ্যাসের তীব্র ঝাঁজে সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েন। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের মিছিল তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে সমবেত হয়। এখানে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন নাজমুল হক প্রধান, বেলাল চৌধুরী, রুহিন হোসেন প্রিন্স, আবদুস সাত্তার খান প্রমুখ। তারা অভিযোগ করেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বন্দুক যুদ্ধের পর ছাত্র ঐক্যের শান্তিপূর্ণ মিছিলে ছাত্রদলের অস্ত্রধারীরা গুলিবর্ষণ করে। তাদের গুলিতে ছাত্র নেতা রাজু নিহত। ছাত্রদলের অস্ত্রধারীরা শনিবার ছাত্র ঐক্যের শোক মিছিলে আবারো গুলিবর্ষণ করে। সমাবেশে রাজুর হত্যাকারী, মিছিলে গুলি-বর্ষণকারী ও অস্ত্রধারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার দাবী করা হয়।

সমাবেশ থেকে তিনদিনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচীতে রয়েছে, ১৬ মার্চ দেশব্যাপী কালো পাতাকা উত্তোলন, কালোব্যাজ ধারণ এবং শোক সমাবেশ মিছিলের মাধ্যমে 'শোক দিবস' পালন, ১৭ মার্চ দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ-মিছিল, ১৮ মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট।

পুরানা পল্টনে গাড়ি ভাংচুর গ্রেপ্তার ৩

প্রেসক্লাবের সামনের সমাবেশ থেকে ছাত্রদের একটি অংশ পুরানা পল্টনের দিকে আসে। এ সময় পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও তিনটি গাড়ি ভাংচুর করা হয় বলে পুলিশের বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়। ছাত্রদের অভিযোগ পুলিশ বিনা উস্কানিতে ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করে।

ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলাকালে এক পর্যায়ে মিছিলকারীদের একাংশ সিপিবি অফিস প্রাঙ্গণে ঢুকে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সিপিবি নেতা মুজাহিদুল ইসলামসহ কয়েকজন নেতা অফিসের বাইরে এলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। এই ঘটনার সময় অজ্ঞাতনামা একজন পথিকপাযাত্রী আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তিন ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করতে গেলে পুলিশ তাদের টাকে তুলে নেয়।

পুলিশ কর্তব্যরত ফটো সাংবাদিকদের ওপরও হামলা চালায়। প্রতিবাদে ফটো সাংবাদিকরা পুলিশের ট্রাকের সামনে শুয়ে পড়েন। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা বিচারের আশ্বাস দিলে অপ্রীতিকর ঘটনার নিষ্পত্তি হয়।

রাতে মতিঝিল থানায় ওসি জানান, গ্রেপ্তারকৃত তিনজনকে রাতেই ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ওসি জানান, তিনটি গাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে। গাড়ির মালিকদের পক্ষ থেকে কেউ থানায় অভিযোগ করেননি। ভাংচুর হওয়া গাড়িগুলোর নম্বর ওসি দিতে পারেননি।

এ সংঘর্ষ চলাকালে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ব্যস্ত এ সড়কটিতে চলাচলকারী বিপুল সংখ্যক মানুষ দুর্ভোগের শিকার হন।

হল তল্লাশী ও অস্ত্র উদ্ধার

ঢাকা মহানগর পুলিশ শনিবার ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল, জহুরুল হক হল, সূর্যসেন হল ও মহসিন হলে তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করে। তিন ঘন্টার এ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, একটি কাটা রাইফেল, তিনটি পিস্তল, ২১টি বন্দুকের গুলি সাতটি রাইফেলের গুলি, রিভলবারের গুলি ছয়টি, ২২ বোর গুলি ৪৪টি, ১৪টি ককটেল, তিনটি খেলনা পিস্তল ও একটি বাইনোকুলার।

তল্লাশী অভিযানের সময় দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূর্যসেন হল থেকে খন্দকার শাহানশাহ সোহেল এবং মহসিন হল থেকে পারভেজ নামে আরেকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। এ ব্যাপারে রমনা থানায় দুইটি মামলা হয়েছে।

বিবৃতি

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা ফজলুল হক মিলন, নাজিমউদ্দিন আলম ও খায়রুল কবীর

আবার গুলি ঃ ভাংচুর

খোকন এক বিবৃতিতে বলেন, মুজিববাদী ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে রাজুর মৃত্যু হয়েছে। যা বাদল হত্যাকান্ডের নৃশংস ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন পত্রিকায় যে বিবৃতি দিয়েছে তারা এর প্রতিবাদ জানান। ছাত্রদলের বিবৃতিতে বলা হয়, শনিবার বেলা ১১টার দিকে ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা লেকচার থিয়েটার এলাকায় পৌঁছালে ছাত্র ঐক্যের মিছিলে আত্মগোপনকারী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে গুলিবর্ষণ করে। এসব ঘটনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করার নামান্তর।

শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক সভায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা অনেক দিন ধরে অপরাধীদের ও অস্ত্রধারীদের একটি নিরাপদ ও অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সমিতি অবিলম্বে ক্যাম্পাস অস্ত্রমুক্ত এবং অস্ত্রধারীদের শাস্তিবিধানের দাবী জানায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি প্রফেসর এস এম এ ফয়েজ।

রাজু হত্যাকান্ডে ঃ ক্ষোভ প্রকাশ এবং দোষীদের গ্রেপ্তার এ শাস্তির দাবী জানিয়ে বিভিন্ন দল ও সংগঠন বিবৃতি দিয়েছে। এসব দল ও সংগঠনের মধ্যে রয়েছে। সিপিবি, জাসদ (ইনু), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, ছাত্রলীগ (প্রধান), জাতীয় ছাত্রদল, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাসদ (মাহবুব), ন্যাপ, কৃষক সমিতি, প্রগশ, সাম্যবাদী দল, ইউসিএল, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, জাগপা, গণআজাদী লীগ।